দুনিয়ার মজদুর এক হও

২৭ জুলাই কমরেড রাকেশ কামাল এর ১৪ তম শহীদ দিবস পালন করুন!

"বহু রক্তের বিনিময়ে আমরা শিখেছি, বিপ্লব শ্রেণীসংগ্রামের উন্নত রুপ আর শ্রেণীসংগ্রাম হলো একমাত্র পথ যা দিয়ে প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান হতে পারে।" -কমরেড চারু মজুমদার

২০০৮ সালের ২৭ জুলাই পূর্ববাঙলার অন্যতম প্রধান মাওবাদী নেতা কমরেড রাকেশ কামালকে ভূয়া ক্রসফায়ারে নওগাঁ জেলার রাণীনগরে রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক হত্যা করা হয়। বিশ্বের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মত সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদের পরীক্ষিত দালাল তৎকালীন ইয়াজউদ্দিন-ফখরুদ্দিন-মইনুদ্দিন গং সেনাবাহিনীর অস্ত্রের জোরে সরকারী ক্ষমতা দখল করে। কথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নামে তারা শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনতার প্রকৃত বিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে চালায় অবর্ণনীয় নির্যাতন- হত্যার উৎসব। এরই ধারাবাহিকতায় তারা হত্যা করে পূর্ববাঙলার এক শ্রেষ্ঠসন্তান কমরেড রাকেশ কামালকে। তাকে ও তার সহযোদ্ধাদের নির্মমভাবে হত্যার মাধ্যমে তারা বিপ্লবী রাজনীতিকে এই ভূখন্ড থেকে চিরতরে শেষ করে দিতে চেয়েছে। কিন্তু সাময়িকভাবে বিপ্লবী রাজনীতির ব্যাপক ক্ষতি হলেও বিপ্লব কখনও থেমে থাকেনা। কারণ বিপ্লবের মূল শক্তি হলো শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি জনতা। তাদের কঠোরকঠিন জীবনসংগ্রামের প্রয়োজনেই সমাজের বুকে যুগে যুগে শ্রেণীসংগ্রামের বীজ রোপিত হয়েছে। আর এই অগ্রসর শ্রেণীচেতনা শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদেরকে বারবার ঐক্যবদ্ধ করেছে। বিপ্লবী সহযোদ্ধাদের হত্যার বদলা তারা নেবেই।

রাজশাহী মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় কমরেড রাকেশ কামাল পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল) এর সাথে যুক্ত হন। সার্বক্ষনিক বিপ্লবী জীবনের প্রথম দিকে তিনি রাজশাহী বিভাগীয় কমিটির অধীনে দায়িত্ব পালন করতেন। পরবর্তীতে '৮০ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমরেড রাকেশ কামাল একজন সুদক্ষ চিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও সংগঠনের প্রয়োজনে গ্রামের ভূমিহীন কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন, তাদেরকে বিপ্লবী শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। চিকিৎসা সেবাও তিনি দিয়েছেন অকৃত্রিমভাবে- জনগণের ডাক্তার হ'য়ে। জনগণের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুতীব্র কমিউনিস্ট বোধ তিনি তার সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে কঠোরভাবে অনুশীলন করে গেছেন।

কমরেড রাকেশ কামাল জনযুদ্ধের আলোকে এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখলের রাজনীতিকে সবসময় উর্দ্ধে তুলে ধরেছেন। তিনি পূর্ববাঙলার নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে সৃজনশীলভাবে মাওবাদ ও কম. চারু মজুমদারের শিক্ষাকে প্রয়োগে নিতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি দক্ষিণ এশিয়ায় মাওবাদী পার্টিগুলোর জোট 'কমপোসা'তে ভূমিকা রাখাসহ ও সংগঠনের আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। শহীদ হবার পূর্বে তিনি বিশ্বের অন্যত্র চলমান মাওবাদী সংগ্রামগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে পূর্ববাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনের সারসংকলন দলিল প্রস্তুতে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। সামরিক ক্ষেত্রে তিনি পার্টির অধীনে বাহিনী বিকাশের প্রশ্নে উল্লম্ফন ঘটিয়েছিলেন। এছাড়া কৃষি বিপ্লবের মূল কর্মসূচী 'খোদ কৃষকের হাতে জমি'র প্রশ্নকে সামনে রেখে তিনি দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের সশস্ত্র করে শত্রুদের বিরুদ্ধে গেরিলা এ্যাকশান চালিয়ে যান। ঘাটি এলাকা গঠনের লক্ষ্যে গেরিলা অ্যাকশান এলাকা বৃদ্ধিতে তিনি মনোযোগ দেন। কমরেড রাকেশ কামাল দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি ও গোড়ামীবাদের বিরুদ্ধে পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট আন্দোলনকে এক নতুন উচ্চতায় নেবার জন্য শোষিত শ্রেণীর রাজনীতির মহান শিক্ষক কমরেড চারু মজুমদারের শিক্ষা ও অবদানের মূল্যায়ন এবং রাজনৈতিক-সামরিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার পরিচয় দিচ্ছিলেন। যার ফলে পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট আন্দোলন এক নতুন বিপ্লবী ঐক্যবদ্ধতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তার মৃত্যু শুধু পূর্ববাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনেরই নয় বরং বিশ্ববিপ্লবের অংশ হিসেবে সমগ্র কমিউনিস্ট আন্দোলনেরই এক বিরাট ক্ষতি। কমরেড রাকেশ কামাল শ্রমিক দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকদের পার্টি নেতৃত্বে স্থাপন ও রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিতকরণের দিকে বিশেষ নজর দেন।

সংগ্রামী সহযোদ্ধা, কমিউনিস্টরা সহজ জয়ের প্রত্যাশা করেন না। তারা জানেন আঘাত আসবে এবং জনগণ বারবার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনবেই, জনগণ তাদের নেতা রাকেশ কামাল হত্যার বদলা নেবেই।

এই ফ্যাসিস্ট সরকার ও তার প্রভূ মার্কিনসহ সকল সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে জয়লাভের একটাই পথ– দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ। গ্রামকে ভিত্তি করে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করে গেরিলা বাহিনী গঠন এবং কৃষি বিপ্লবের লক্ষ্যে জমি দখলের লড়াই ছাড়া মুক্তির আর কোন সংক্ষিপ্ত পথ নেই। জনগনের ওপর চেপে বসা শ্রেণীশত্রু ও শোষণমূলক রাষ্ট্র-সমাজব্যবস্থা খতম করার সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলায় আজকের দিনের কর্তব্য।

পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)

কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি জুলাই/২০২২